আমার শহর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ জুলাই ২০১৮ তেরো

বৃহস্পতিবারের পূর্বাভাস (গরম বাড়তে পারে)

বালুরঘাট ঃ সর্বনিম্ন ২৭.৫° সর্বোচ্চ ৩৪.০°

মালদা ঃ সর্বনিম্ন ২৭.৬°, সর্বোচ্চ ৩৫.০°

রায়গঞ্জ ঃ সর্বনিম্ন ২৭.০°, সর্বোচ্চ ৩৫.২°

সরকারি খাতে খরচ কমাতে দাওয়াই উত্তর দিনাজপুরে

হেঁটে অফিস গেলেন জেলাশাসকও

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ ব্যয়সংকোচনের মানে সরকারি অনুষ্ঠানে চা-বিস্কুট বা স্ন্যাকস বন্ধ করা নয়, সরকারি কাজে টাকার অপচয় ও একশ্রেণির ঠিকাদারের মৌরসিপাট্টা রোখা। দিন দুয়েক আগে শিলিগুড়ি সফরে এসে সে কথাই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অপচয় রোধে সে কথাই এদিন অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। সপ্তাহে একদিন 'নো ভেহিকেলস্ ডে' পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করল উত্তর দিনাজপুরের জেলা প্রশাসন। এদিন সকালে জেলা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা নিজেদের আবাসন থেকে হেঁটে দপ্তরের কাজে যোগ দিলেন। মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি ব্যয়সংকোচ নীতির ঘোষণার পরেই সরকারি খরচে রাশ টানতে মূলত এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মীনা। তিনি জানান, 'সপ্তাহে একদিন করে জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা পায়ে হেঁটে দপ্তরে পৌঁছাবেন।' 'নো ভেহিকলস ডে' পালনের ফলে সরকারি খরচ অনেকটাই কমবে বলে মনে করছেন আধিকারিকরা। খরচ কমাতে পারিবারিক কাজে সরকারি গাড়ি ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক বলেন, সপ্তাহে একদিন 'নো ভেহিকেলস্ ডে' পালন করার পাশাপাশি সরকারি বৈঠকগুলোতে টিফিনের খরচ কমানো হবে। সরকারি গাড়ির তেল পুড়িয়ে জেলাসদর কর্ণজোড়ায় না ডেকে পাঠিয়ে এখন থেকে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে কাজ চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন জেলাশাসক। জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মীনাই নন, জেলার সব অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য সমস্ত আধিকারিক সহ আধিকারিকরাই নিজেদের বাংলো থেকে এদিন হেঁটে জেলাশাসকের দপ্তর এসে কাজে যোগ দেন। সপ্তাহে একদিন অফিস থেকে বাড়ি ও বাড়ি থেকে অফিস যাওয়া আসা করতে সরকারি কোনো গাড়ি ব্যবহার করবেন না জেলার সর্বোচ্চ আধিকারিকরা। এর ফলে সরকারি খরচ অনেকটাই কমবে বলে ধারণা আধিকারিকদের। এছাড়াও ব্যয়সংকোচের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত কাজেও আমলাদের গাড়ি ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে উত্তর দিনাজপুরের জেলা প্রশাসন। এসব সরকারি ব্যয়সংকোচের কথা মাথায় রেখেই করা হচ্ছে বলে জানান তিনি। সোমবার কোথায় কোথায় অপচয়টা হয়, সেই কথা তুলে ধরেন তিনি।

অফিসে হেঁটে চলেছেন সপারিষদ জেলাশাসক। –সংবাদচিত্র

ছাত্রদের সঙ্গে মিড-ডে মিল খাচ্ছেন জেলাশাসক। ছবিটি তুলেছেন বিশ্বজিৎ সরকার।

খুদেদের সঙ্গে মিড-ডে মিল খেলেন জেলাশাসক

রায়গঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ এই তোর নাম কি? ইংরেজিতে নামটা লেখ তো। বিষয়টি বুঝতে না পেরে এক পড়ুয়া তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। এরপর নিজেই পেন্সিল দিয়ে খাতায় তার নাম লিখে দিলেন। এভাবেই ক্লাসের সমস্ত বাচ্চাদের ধরে ধরে ইংরেজিতে নাম লেখা শেখালেন তিনি। না তিনি কোনো শিক্ষক নন, তিনি একজন আইএএস অফিসার। উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মীনা। বুধবার আচমকাই তিনি স্কুল পরিদর্শনে যান চক ডাস্টার হাতে নিয়ে। শুধু তাই নয়, ক্লাসও নিলেন জেলাশাসক। শুধু ক্লাসই নিলেন না। ক্লাসের শেষে বেঞ্চে বসে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য তৈরি করা মিড-ডে মিল চেটেপুটে খেলেন। জেলাশাসকের এই ভূমিকায় ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশংসা শুরু হয়েছে। বুধবার সারপ্রাইজ ভিজিটে বের হন উত্তর দিনাজপুরের জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মীনা। প্রথমে তিনি রায়গঞ্জ থানার বাঁজেবিন্দোল সাঁওতাল স্কুল, এরপর অন্তরা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। সেখানে কাউকে না জানিয়েই সটান তিনি স্কুলে ঢুকে পড়েন। সেসময় স্কুল চলছিল। আচমকা স্কুলে জেলাশাসককে দেখে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের থরহরি কম্প অবস্থা। জেলাশাসক স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কত, নিয়মিত কতজন পড়ুয়া স্কুলে আসে সেইসব খোঁজখবর নেন। এমনকি মিড-ডে মিলের খাতা ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে কিনা তা খোঁজ নেন। এরপর চক-ডাস্টার হাতে নিয়ে রীতিমতো ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে শুরু করেন। ক্লাসের প্রত্যেক বাচ্চাদের ইংরেজিতে নাম লেখা শিখিয়েছেন তিনি। ক্লাসের শেষে তিনি বলেন, আমি আজ বাচ্চাদের সঙ্গে মিড-ডে মিলের খাবার খাব। স্কুলের মিড-ডে মিলের মেনুতে ছিল মশুরের ডাল, সোয়াবিনের তরকারি, ডিম আর পাঁপড় ভাজা। কিন্তু জেলাশাসক খাবেন বলে কথা। তাই তড়িঘড়ি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি থেকে চামচ এনে পরিস্থিতি সামাল দেন রাঁধুনিরা। এদিন জেলাশাসক মিড-ডে মিলের খাবার স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে বসেই চেটেপুটে খান।

জেলাশাসক অরবিন্দকুমার মীনা বলেন, মিড-ডে মিলের গুণগতমান ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বাড়ানোর জন্য সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি নিয়েছে জেলা প্রশাসন। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে প্রতি স্কুলে কর্মসূচি শুরু হয়েছে। জেলার বিভিন্ন এলাকার প্রশাসনিক আধিকারিকরা পরিদর্শনের কাজ করছেন। আমি এদিন বিন্দোলের দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিন্দোল হাই মাদ্রাসা পরিদর্শন করলাম। তিনি আরো বলেন, এখানে অত্যন্ত ভালোভাবে মিড-ডে মিলের রান্না হয়। এদিন মিড-ডে মিলের মেনু চার্ট ঝোলানো হয় কিনা, খাওয়ার আগে ও পরে ছাত্রছাত্রীরা সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধোয় কিনা তা ভালো করে খতিয়ে দেখে পরিদর্শনকারীদল। স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বক্তব্য, জেলাশাসক আসায় আমরা খুব খুশি। আমাদের কাজে আরো উৎসাহ বাড়বে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, জেলায় প্রায় ২০০টি প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক ও হাইস্কুলের মিড-ডে মিলের স্বচ্ছতা ও খাবারের গুণমান বিষয়ে খতিয়ে দেখেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

হজযাত্রীদের সংবর্ধনা সভায় শুভেন্দু অধিকারী। –সংবাদচিত্র

দেশের সম্প্রীতির জন্য দোয়া করার আবেদন শুভেন্দুর

মালদা, ১১ জুলাই ঃ রাজ্যে তথা দেশের সম্প্রীতি ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য জেলার হজযাত্রীদের পবিত্র কাবায় দোয়া করার আর্জি জানালেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী তথা তৃণমূল দলের মালদা জেলার পর্যবেক্ষক শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার দুর্গাকিংকর সদনে মালদা জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল আয়োজিত হজযাত্রী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে মালদায় আসেন শুভেন্দু অধিকারী। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য হজকমিটির সদস্য, বিধায়ক নুরুল ইসলাম, হাজি আহম্মেদ আলি ওয়ারিশ, মোক্তার হোসেন প্রমুখ। সংবর্ধনা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন নীহাররঞ্জন ঘোষ, সাবিত্রী মিত্র, আবু নাসের খান চৌধুরি, আশিস কুণ্ডু, শুভময় বসু, অম্লান ভাদুরি সহ মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের একগুচ্ছ নেতা।

এদিন সকাল ১০টা থেকেই মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজ যাত্রীরা আসতে শুরু করেন। মালদা জেলা থেকে এবছর ৯৮৮ জন হজযাত্রী পবিত্র কাবাশরিফের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। আগামী ২১ জুলাই থেকে আরবের মক্কা শহরে পবিত্র হজ পর্ব শুরু হয়ে যাবে। সারা বিশ্ব থেকে কয়েক কোটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী নরনারী ফরজ হজ আদায় করতে শামিল হবেন।

পশ্চিমবঙ্গ হজ কমিটির সূত্র অনুযায়ী এবছর রাজ্যের মোট ৮ হাজার ৭০০ জন হজের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন। পর্যায়ক্রমে প্লেনে চেপে আগামী ১৭ জুলাই থেকে শুরু হবে হজ যাত্রীদের মক্কা যাওয়ার পালা। চলবে ২৭ জুলাই পর্যন্ত। তাই হাতে আর বেশি সময় নেই। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে মালদা জেলার হজযাত্রীদের সংবর্ধনা দিয়ে আসছে মালদা জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেল। সংগঠনের সভাপতি মোসারাফ হোসেন ও দুই কার্যকরী সভাপতি আবদুল লাহিল মামুন ও রফিকুল ইসলাম মালদা জেলার প্রতিটি ব্লকে গিয়ে হজযাত্রীদের সঙ্গে কথা বলা এবং তাদের সংবর্ধনা মঞ্চ পর্যন্ত নিয়ে আসতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তার ফলও মিলেছে এদিন। সংবর্ধনা সভায় ৯৮৮ জন হজযাত্রীর মধ্যে ৫ শতাধিক হজযাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য হজ কমিটির সদস্য তথা বিধায়ক নুরুল ইসলাম বলেন, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সাল থেকেই পবিত্র কাবাশরিফের উদ্দেশ্যে যাওয়া রাজ্যের হজযাত্রীদের সম্মান প্রদর্শন করে আসছেন। কারণ, হজযাত্রীরা মহান আল্লাহর অতিথি। আর আল্লাহর অতিথিদের সম্মান প্রদর্শনের সুযোগ তিনি হাতছাড়া করতে চান না। হজযাত্রীদের জন্য কয়খালি ও নিউটাউনে থাকার জায়গা এমনকি তাদের নমাজ পড়ার জায়গাও করেছেন তিনি। প্রতিবছর হজযাত্রীদের জন্য দমদম এয়ারপোর্টে সরকারের পক্ষ থেকে সুব্যবস্থা করা হয়। এমনকি প্রতিদিন একজন করে মন্ত্রীকে সেখানে থাকার নির্দেশ দেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এই পরম্পরা আজও অব্যাহত। সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের জন্য মুখ্যমন্ত্রী ৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ইদগাহ ময়দানের সংস্কার, কবরস্থান সংস্কার, আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজের জন্য। এই সরকারকে সর্বতভাবে সাহায্য করাও আমাদের দায়িত্ব। এই সরকার থাকলে আমরা নিশ্চিন্তে থাকব। কারণ ঘরের কাছেই নিশ্বাস ফেলছে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকারী শক্তি। সংবর্ধনা সভায় হজযাত্রীদের উদ্দেশ্যে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, আমরা বিভাজানের রাজনীতি করি না। বর্তমান ভারতবর্ষ বিপৎসংকুল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে। হিন্দু, মুসলিমের মধ্যে বিভাজন, আদিবাসীদের মধ্যে বিভাজন, সংস্কৃতির বিভাজন করে চলেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এটা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি নয়, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য হল আমাদের সংস্কৃতি। আমরা হজযাত্রীদের কাছে আবেদন জানাব আপনারা যখন পবিত্র কাবা গৃহের কাছে আল্লাহর কাছে নিজেদের আবেদন জানাবেন, তখন আমাদের দেশ, আমাদের রাজ্যের শান্তির জন্যও দোয়া করবেন। যাতে অশুভশক্তি মাথা চাড়া দিতে না পারে।

সম্মানিত হলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

রায়গঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ চেন্নাই-এর আইআরডিপি গ্রুপ অফ জার্নালস-এর পক্ষ থেকে ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক সুব্রত সাহা। আইআরডিপি গ্রুপ অফ জার্নালস নামে সংস্থাটি প্রতিবছর বিশ্বের ৭৫ জনকে মনোনীত করে। এবছর মোট ৪ লক্ষ ৯ হাজার জনের প্রোফাইল থেকে ৭৫ জনকে বাছাই করা হয়। সেই ৭৫ জনের মধ্যে রয়েছেন সুব্রতবাবু। ওই জার্নাল মোট ১৮টি বিভাগে অ্যাওয়ার্ড দিয়ে থাকে। সুব্রতবাবু এই অ্যাওয়ার্ডটি পেয়েছেন 'টিচিং, রিসার্চ অ্যান্ড পাবলিকেশন' বিভাগে। সুব্রতবাবু জানান, ৩০ মে চেন্নাইতে এই অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশেষ অসুবিধার কারণে আমি সেখানে উপস্থিত থাকতে পারিনি। তাই ওই সংস্থা রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরস্কারের স্মারক, পদক ও সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেয়। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনিল ভুঁইমালি সেই পুরস্কারগুলি তুলে দেন আমার হাতে। আমার ১৬ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, আমার পাবলিকেশন ও রিসার্চ ওয়ার্কের উপর ভিত্তি করেই এই অ্যাওয়ার্ডটি দেওয়া হয়েছে। সুব্রতবাবুর এই সাফল্যে খুশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অনিল ভুঁইমালি। *–সংবাদ নিউজ সার্ভিস*

ছোটোদের আঁকা ছবি নিয়ে প্রদর্শনী বালুরঘাটে

বালুরঘাট, ১১ জুলাই ঃ ছোটোরা তো ছবি আঁকতে ভালোবাসেই। নিজেদের মনের খেয়ালে আঁকা এরকম একাধিক ছবি নিয়ে দুইদিনের এক চিত্র ও ভাস্কর্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। বালুরঘাট আর্ট গ্যালারিতে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা ছিল কালার এফেক্ট আর্টিস্ট সোসাইটি ও সুর ভারতী সংগীত কলাকেন্দ্র। দুইদিনের সান্ধ্যকালীন প্রদর্শনী শেষ হয়েছে ৯ জুলাই। প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন শিল্পী বিশ্বনাথ মহন্ত। ছোটোদের ছবি আঁকায় উৎসাহ দিতেই এধরনের প্রদর্শনীর আয়োজন বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন। প্রদর্শনীতে নার্সারি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত স্কুলপড়ুয়াদের ৬৬টি ছবি স্থান পেয়েছিল। প্রদর্শনী ঘিরে ছোটোদের মধ্যে দারুণ উৎসাহ লক্ষ করা গেছে। প্রদর্শনীতে ছবি দিতে পেরে খুশি ছোটোদের পাশাপাশি ওদের অভিভাবকরাও। প্রদর্শনীতে মূলত বড়ো চিত্রশিল্পীদের ছবি জায়গা পায়। এই প্রথম শহরে ছোটোদের ছবি নিয়ে চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করায় উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেছে অভিভাবক ও দর্শকরাও।

বালুরঘাটে চলছে ছোটোদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী। ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

তিনটি নতুন বিষয় পেল গঙ্গারামপুর কলেজ

গঙ্গারামপুর, ১১ জুলাই ঃ দীর্ঘদিন ধরে দাবি একটা ছিলই। কিন্তু তা কতদিনে পূরণ হবে, সেটা কারো জানা ছিল না। এবছর ছাত্র ভরতি শুরু হতে সেই দাবিপূরণ হওয়ার খবর সামনে এল। আর এতে খুশি ছাত্রমহল থেকে শুরু করে অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সদস্যরা। এবছর থেকে চালু হতে চলেছে জিয়োলজি অনার্স। সেই সঙ্গে পাসকোর্সে চালু হচ্ছে কম্পিউটার ও ডিফেন্স স্টাডি বিষয়। গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকা অন্যতম গঙ্গারামপুর কলেজ। পুনর্ভবা নদীর তীরবর্তী এলাকায় বিরাট আয়তন নিয়ে গড়ে ওঠা গঙ্গারামপুর কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। পঠনপাঠন, খেলাধুলোর দিক থেকেও এগিয়ে রয়েছে গঙ্গারামপুর কলেজ। বেশ কয়েকটি বিষয়ে অনার্স থাকলেও এতদিন জিয়োলজিতে অনার্স ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই গঙ্গারামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি ছিল জিয়োলজি অনার্স চালুর। এবছর জিয়োলজি অনার্স চালুর অনুমোদন গঙ্গারামপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে এসে পৌঁছেছে। তাই খুশির আবহ কলেজ জুড়ে। শুধু জিয়োলজি নয়, আরো দুটি বিষয় পড়ানোর অনুমোদন মিলেছে কলেজে।

গঙ্গারামপুর কলেজের পড়ুয়া সঞ্চিতা সরকার, গোপাল সরকার, প্লাবন মণ্ডলরা বলেন, জিয়োলজি অনার্স ছিল না। তার জন্য আমাদের জিয়োলজি অনার্স নেবার জন্য বাইরে ছুটতে হত। এখন আমাদের কলেজে জিয়োলজি অনার্স চালু হচ্ছে। আমাদের আর জিয়োলজি অনার্সের জন্য বাইরে যেতে হবে না।

গঙ্গারামপুর কলেজের পরিচালন সমিতির সদস্য পরিতোষচন্দ্র দত্ত বলেন, এটা খুবই আনন্দের বিষয় আমাদের কাছে। এতদিন ধরে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম জিয়োলজি অনার্স চালুর জন্য। জিয়োলজি অনার্স চালু হচ্ছে। এতে ভীষণ সুবিধা হবে ছাত্রছাত্রীদের।

এপ্রসঙ্গে গঙ্গারামপুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. সজল সরকার বলেন, গঙ্গারামপুর কলেজে বিজ্ঞানের বেশ কয়েকটি বিষয়ে অনার্স রয়েছে। জিয়োলজি বিষয়ে অনার্স ছিল না। অনেক ছাত্রছাত্রীদের এই কলেজে পড়ার ইচ্ছা থাকলেও জিয়োলজি অনার্স না থাকার জন্য এতদিন তাদের বাইরের কলেজে যেতে হত। উপরন্তু একদিকে সময় ও বাড়তি খরচ হত। আমরা পরিচালন সমিতির সভাপতি বিপ্লব মিত্রের পরামর্শে জিয়োলজি অনার্সের জন্য আবেদন করেছিলাম। অনুমতি পেয়েছি জিয়োলজি অনার্স চালুর। ১৫টি আসন রয়েছে। ভীষণ উপকৃত হবে ছাত্রছাত্রীরা।

গঙ্গারামপুর কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি বিপ্লব মিত্র বলেন, জিয়োলজি অনার্স চালুর বিষয়টি খুবই খুশির খবর। আমরা জিয়োলজি বিষয়ে অনার্স চালুর জন্য দাবি করেছিলাম। অনুমোদন হয়ে গেছে। গঙ্গারামপুর এবং আশপাশ এলাকার ছাত্রছাত্রীরা জিয়োলজি অনার্স নিয়ে পড়ার সুযোগ গঙ্গারামপুরে পাবে। সুতরাং ছাত্রছাত্রীদের বাড়তি চিন্তা দূর হবে। কষ্ট করে দূরের কলেজে যেতে হবে না। এপ্রসঙ্গে কলেজের ছাত্র সংসদের জেনারেল সেক্রেটারি প্রভু প্রসাদ ও কলেজ ছাত্র কৃষ্ণেন্দু সাহা, ছাত্রী চন্দ্রিমা ঘোষ জানান, গঙ্গারামপুর কলেজ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী একটি কলেজ। এই কলেজে যুগোপযোগী তিনটি নতুন বিষয় চলতি শিক্ষাবর্ষে চালু হতে চলেছে। আশা করছি, এর ফলে বহু ছাত্রছাত্রীর কাছে নতুন দিগন্ত খুলে গেল। এতে বিশেষত গঙ্গারামপুর এলাকার ছাত্রছাত্রীরা ভীষণভাবে উপকৃত হবেন।

ডেপুটেশন

মালদা, ১১ জুলাই ঃ প্রাথমিকে ফের পাস ফেল চালু, শিক্ষকদের শিক্ষকতাবাদে অন্য কাজে ব্যবহার না করা, বেতন বৃদ্ধি সহ মোট ১১ দফা দাবি নিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে ডেপুটেশন পেশ করল বেঙ্গল প্রাইমারি টিচার অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার দুপুরে সংগঠনের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন তুলে দেওয়া হয় জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শক সুনীতি সাঁপুইয়ের হাতে। ডেপুটেশন শেষে সংগঠনের সম্পাদক আদর্শ মিশ্র সাংবাদিকদের বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা দেশের নবপ্রজন্মের শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ অথচ লক্ষ করা যাচ্ছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়াদের ভরতির হার যথেষ্ট কমেছে। পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বেড়েছে স্কুলছুটের সংখ্যাও। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির লেখাপড়ার মান বাড়াতে ফের পাস ফেল প্রথা চালু হোক। শিক্ষকদের শিক্ষকতা বাদে অন্য কোনো কাজে ব্যবহার না করিয়ে শুধু শিক্ষাদানেই মনোনিবেশ করতে দেওয়া। এবং মিড-ডে মিলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির পাশাপাশি শিক্ষকদের সাম্মানিক বৃদ্ধি করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগ ও তৎপরতা না থাকলে আগামীদিনে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি অত্যন্ত সংকটজনক পরিস্থিতির শিকার হবে।

–সংবাদ নিউজ সার্ভিস

ভরতির টাকা জোগাড়েই হয়েছে ধার

লড়াইয়ের জন্য কোমর বাঁধছে রিন্টু

রাজকুমার দাস ● মালদা

১১ জুলাই ঃ কলেজে ভরতির টাকা জোগাড় করতেই বিস্তর ধারদেনা হয়ে গিয়েছে। এবার তো আসল লড়াই। সামনে দীর্ঘ পথ। এই পথ পেরোনোর কথা ভাবলেই চোখের সামনে যেন আঁধার নেমে আসছে সদ্য যৌবনে পা দেওয়া রিন্টুর। কখনো চালকলে কাজ করে, কখনো আবার বিড়ি বেঁধে সংসার টানতে হয়। মা ও ভাইয়ের ভার এই বয়সেই কাঁধে তুলে নিয়েছে রিন্টু। পুরাতন মালদার ১৯নং ওয়ার্ডের মা জানকী মণ্ডল ও ভাই অরুণকে নিয়ে ছোট্ট সংসার রিন্টুদের। বছর সাতেক আগে আচমকা বাড়ি ছেড়ে চলে যান বাবা। তারপর থেকে সংসারের হাল রিন্টুর হাতে।

চোখেমুখে স্পষ্ট উদ্‌বেগের ছাপ। 'কলেজে তো ভরতি হলাম। কিন্তু পড়াশোনা চালাব কীভাবে?' প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল রিন্টু। উচ্চমাধ্যমিকে ৭৬ শতাংশ নম্বর পেয়েছে। স্বপ্ন, ভবিষ্যতে শিক্ষক হবে। কিন্তু আর্থিক প্রতিবন্ধকতায় সেই স্বপ্নপূরণ হবে কিনা, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটছেই না। এত কষ্টের মধ্যেও অবশ্য রিন্টু পড়াশোনা বন্ধ করেনি। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাতে পড়াশোনা করেছে। কালাচাঁদ হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল। প্রাপ্ত নম্বর ৩৭৮। বাংলায় ৭২, ইংরেজিতে ৭০, ভূগোলে ৮২, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ৭০ এবং সংস্কৃতে ৮৩ পেয়েছে। সংস্কৃতর শিক্ষক হয়ে ভালো সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখে রিন্টু। কিন্তু স্বপ্নের পথে অন্তরায় অর্থসংকট। নিজে যা রোজগাড় করে তা সংসার চালাতেই খরচ হয়ে যায়। ফলে জমানো টাকা কিছুই নেই। মালদা কলেজে ভরতি হওয়ার জন্য আড়াই হাজার টাকা প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেই টাকাও না থাকায় একজনের কাছে ধার নিতে হয়েছে। ধার করে ভরতির টাকা জোগাড় হলেও পড়াশোনার খরচ চালানো নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছে।

রিন্টু মণ্ডল

রিন্টু মণ্ডল জানায়, তারা তিন ভাইবোন। বড়ো দিদির বিয়ে হয়েছে। ছোটো ভাই নবম শ্রেণিতে পড়াশোনা করছে। রিন্টু তিনজন গৃহশিক্ষকের কাছে পড়েছে। যদিও তাঁরা কেউ টাকা নিতেন না। স্কুলের শিক্ষকরাও পড়াশোনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। উচ্চমাধ্যমিকের গণ্ডি সাফল্যের সঙ্গে পার হলেও স্নাতকস্তরে তিন বছরের পড়ার খরচ জোগাড় নিয়ে দুশ্চিন্তা রয়েছে। তবে হাল ছাড়তে রাজি নয়। এমন অবস্থায় যদি সহৃদয় কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়, তবে কিছুটা হলেও উপকার হবে বলে জানিয়েছে রিন্টু।

ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

রায়গঞ্জ, ১১ জুলাই ঃ এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল রায়গঞ্জ শহরের কান্তনগরে। শোয়ার ঘরে ঝুলন্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। এরপর মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ জেলা হাসপাতালে পাঠায়। এদিন বিকেলে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশসূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম বিমল রাজবংশি (৪৭)।